Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবরিনা সিফাত

রোলঃ 23100120118

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবরিনা সিফাত

রোলঃ 23100120118

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবরিনা সিফাত, আইডিঃ 23100120118 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sabrina

(স্বাক্ষর)

সাবরিনা সিফাত

আইডিঃ 23100120118

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

১. ভূমিকা.....6
২. ইলমের পরিচয় ও সংজ্ঞা.....7
৩. ইসলামে ইলমের গুরুত্ব.....9
৪. কুরআনের আলোকে ইলম.....11
৫. হাদিসের আলোকে ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত.....13
৬. ইলমের প্রকারভেদ.....16
৭. ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য.....18
৯. ইলম ও আমলের সম্পর্ক.....20
১০. উপকারী ও অনুপকারী ইলম.....21
১১. আলেমদের মর্যাদা ও দায়িত্ব.....23
১২. জ্ঞান গোপনের ভয়াবহতা.....25
১৩. জ্ঞান প্রচারের গুরুত্ব.....26
১৪. নারী শিক্ষার গুরুত্ব ইসলামে.....27
১৬. ইসলামের স্বর্ণযুগ ও জ্ঞানচর্চা.....30
১৭. মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান.....31
১৮. সমাজ সংস্কারে ইলমের ভূমিকা.....32
১৯. বর্তমান যুগে ইলমের প্রয়োজনীয়তা.....33
২০. আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও ইসলামী শিক্ষা.....34
২১. ইলম অর্জনের আদব ও শিষ্টাচার.....35
২২. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মর্যাদা.....37
২৩. ইলম অর্জনে প্রতিবন্ধকতা.....38
২৪. ইলমের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি.....39
২৫. ইলম: ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়নের ভিত্তি.....40

২৬. উপসংহার.....41
তথ্যসূত্র :.....42

১. ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে অন্যান্য সৃষ্টির উপর মর্যাদা দান করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবজাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর, যিনি মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে এসেছেন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই জীবনব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হলো **ইলম (জ্ঞান)**। ইসলাম মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের জন্য জ্ঞান অর্জনকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছে। কুরআন মাজিদের প্রথম নাযিলকৃত আয়াতই ছিল জ্ঞানার্জনের আহ্বান। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

(সূরা আল-আলাক, আয়াত: ১)

এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ইসলামের সূচনা হয়েছে জ্ঞানচর্চার আহ্বানের মাধ্যমে। পৃথিবীর অনেক সভ্যতা শক্তি, সম্পদ বা রাজনীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ইলমের উপর।

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান কেবল তথ্য সংগ্রহের নাম নয়; বরং সত্যকে জানা, সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনার নামই প্রকৃত ইলম। জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দেয়, সৃষ্টিজগতের রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করতে শেখায় এবং তাকে ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে।

বর্তমান যুগকে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ বলা হয়। মানুষের কাছে এখন বিপুল পরিমাণ তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু তথ্যের আধিক্য সবসময় প্রকৃত জ্ঞানের পরিচায়ক নয়। ভুয়া সংবাদ, বিভ্রান্তিকর মতবাদ, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে প্রকৃত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আজ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি।

ইসলাম শুধু দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেয়নি; বরং মানবকল্যাণে প্রয়োজনীয় সকল উপকারী জ্ঞান অর্জনের প্রতিও উৎসাহ দিয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মুসলমানরা যখন কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী জ্ঞানচর্চা করেছে, তখন তারা চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূগোল এবং দর্শনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে।

এই গবেষণাপত্রে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইলমের গুরুত্ব, প্রকারভেদ, ফজিলত, উদ্দেশ্য, সমাজে এর প্রভাব, ইসলামী সভ্যতায় এর অবদান এবং বর্তমান যুগে এর প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

২. ইলমের পরিচয় ও সংজ্ঞা

ইলম শব্দের আভিধানিক অর্থ

"ইলম" শব্দটি আরবি علم ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো-

- জানা
- উপলব্ধি করা
- নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া
- কোনো বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা

আরবি ভাষাবিদদের মতে, ইলম এমন জ্ঞানকে বলা হয় যা সন্দেহমুক্ত এবং বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইসলামী পরিভাষায় ইলম

ইসলামী পরিভাষায় ইলম বলতে এমন জ্ঞানকে বোঝায় যা মানুষকে আল্লাহ তাআলার পরিচয় দেয়, তাঁর বিধান সম্পর্কে অবহিত করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে।

ইমাম গাজ্জালী বলেন-

"যে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে, সেটাই প্রকৃত ইলম।"

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান শুধু ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানবকল্যাণে ব্যবহৃত সব উপকারী জ্ঞানই ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যবান।

যেমন-

- চিকিৎসাবিজ্ঞান
- কৃষিবিজ্ঞান
- প্রকৌশলবিদ্যা
- অর্থনীতি
- সমাজবিজ্ঞান

- তথ্যপ্রযুক্তি
- পরিবেশ বিজ্ঞান

যদি এসব জ্ঞান মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অর্জন করা হয়, তাহলে তা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

মানবজীবনে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে অন্যতম মৌলিক পার্থক্য হলো জ্ঞান।

মহান আল্লাহ তাআলা মানবজাতির পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁকে বিভিন্ন বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"আর তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন।"

(সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৩১)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে মানবজাতির মর্যাদার অন্যতম ভিত্তি হলো জ্ঞান।

জ্ঞান ছাড়া মানুষ-

- আল্লাহকে সঠিকভাবে চিনতে পারে না
- নিজের দায়িত্ব বুঝতে পারে না
- ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারে না
- সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে না

তাই ইসলামে জ্ঞানকে মানবজীবনের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সম্পর্ক

ইসলামে শুধু জ্ঞানই নয়, প্রজ্ঞা (হিকমাহ)-কেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

"তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন, আর যাকে প্রজ্ঞা দেওয়া হয় তাকে তো অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়।"

(সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৬৯)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে শুধু তথ্য জানা যথেষ্ট নয়; বরং সেই জ্ঞানকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার সক্ষমতাও প্রয়োজন।

প্রজ্ঞা মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে এবং সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

৩. ইসলামে ইলমের গুরুত্ব

ইসলামে ইলমের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। কারণ ইলম ছাড়া মানুষ তার স্রষ্টাকে সঠিকভাবে চিনতে পারে না এবং তাঁর বিধান অনুসরণ করতেও সক্ষম হয় না।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা জ্ঞানী ও অজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?"

(সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৯)

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জ্ঞানী ব্যক্তি এবং অজ্ঞ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না।

জ্ঞান মানুষের চিন্তাশক্তিকে বিকশিত করে, তাকে সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা প্রদান করে।

জ্ঞানীদের মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের মর্যাদা বহুস্তরে উন্নীত করবেন।"

(সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ১১)

এই আয়াত থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়-

- জ্ঞান মর্যাদা বৃদ্ধি করে
- জ্ঞান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম
- জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়
- জ্ঞান ঈমানকে শক্তিশালী করে

জ্ঞান অর্জন ফরজ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"

(সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪)

এই হাদিসের মাধ্যমে বোঝা যায় যে জ্ঞান অর্জন কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়; বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি দায়িত্ব।

তবে সব জ্ঞান প্রত্যেকের জন্য সমানভাবে ফরজ নয়। দ্বীন পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজে আইন, আর সমাজের প্রয়োজনীয় কিছু জ্ঞান ফরজে কিফায়া।

জ্ঞান অর্জনের পথ জান্নাতের পথ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"

(সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

এই হাদিস জ্ঞান অর্জনের ফজিলতকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরে। ইসলামে শিক্ষা শুধু দুনিয়াবি সফলতার জন্য নয়; বরং আখিরাতের সফলতার সাথেও সম্পৃক্ত।

৪. কুরআনের আলোকে ইলম

পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য হিদায়াতের গ্রন্থ। এই মহান কিতাবে অসংখ্য আয়াতে জ্ঞান, চিন্তা, গবেষণা, পর্যবেক্ষণ এবং সত্য অনুসন্ধানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মানুষকে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী, প্রকৃতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর মাধ্যমে ইসলাম যে জ্ঞান ও গবেষণাকে উৎসাহিত করে তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া

কুরআনে একমাত্র যে বিষয়ে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে অধিক বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা হলো জ্ঞান।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।"

(সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ১১৪)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে জ্ঞানের কোনো সীমা নেই। একজন মানুষ যতই জ্ঞানী হোক না কেন, তার আরও জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করেন না; বরং তিনি সবসময় নতুন জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করেন।

আল্লাহভীতি ও জ্ঞানের সম্পর্ক

ইসলামে প্রকৃত জ্ঞানের অন্যতম ফল হলো আল্লাহভীতি (তাকওয়া)।

মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে যথার্থ ভয় করে।"

(সূরা ফাতির, আয়াত: ২৮)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে অহংকারী নয়, বরং বিনয়ী করে তোলে। যে ব্যক্তি আল্লাহর মহিমা, ক্ষমতা এবং সৃষ্টিজগতের রহস্য সম্পর্কে যত বেশি জানে, তার অন্তরে আল্লাহভীতি তত বেশি বৃদ্ধি পায়।

অতএব, এমন জ্ঞান যা মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তা ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত উপকারী জ্ঞান নয়।

জ্ঞান ছাড়া কোনো বিষয়ে কথা বলা নিষিদ্ধ

ইসলাম অন্ধ অনুসরণ এবং অনুমাননির্ভর বক্তব্যকে নিরুৎসাহিত করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না।"

(সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৬)

বর্তমান যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ভুয়া সংবাদ এবং যাচাইহীন তথ্যের প্রসারের প্রেক্ষাপটে এই আয়াতের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

এই আয়াত থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়-

- যাচাই ছাড়া কোনো তথ্য প্রচার করা উচিত নয়।
- জ্ঞান ছাড়া ফতোয়া দেওয়া বা মতামত দেওয়া অনুচিত।
- সত্য যাচাই করা একজন মুসলমানের দায়িত্ব।

গবেষণা ও চিন্তার গুরুত্ব

কুরআন মানুষকে শুধু তথ্য জানতেই বলেনি; বরং চিন্তা, পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা করার নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

"নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯০)

এই আয়াত মুসলমানদেরকে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করে।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা এই আয়াতসহ কুরআনের বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত এবং ভূগোলের মতো বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

উত্তম কথা অনুসরণের নির্দেশ

ইসলাম সমালোচনামূলক চিন্তাকে উৎসাহিত করে। মানুষকে বলা হয়েছে বিভিন্ন কথা শুনে তার মধ্যে সর্বোত্তম বিষয়টি গ্রহণ করতে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

"সুসংবাদ দিন আমার সেই বান্দাদের, যারা কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং তার উত্তম দিক অনুসরণ করে।"

(সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১৭-১৮)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে একজন মুসলমানকে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে মুক্তমনা, বিচক্ষণ এবং সত্যসন্ধানী হতে হবে।

জ্ঞান গোপনের ভয়াবহতা

যারা সত্য জেনে তা গোপন করে, কুরআন তাদের কঠোরভাবে সতর্ক করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْ
تُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ

"নিশ্চয় যারা আমার নাযিলকৃত স্পষ্ট নিদর্শন ও হিদায়াত গোপন করে..."

(সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫৯)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে জ্ঞান একটি আমানত। যারা সত্যকে গোপন করে তারা আল্লাহর নিকট জবাবদিহির সম্মুখীন হবে।

সুতরাং একজন আলেম, শিক্ষক এবং শিক্ষিত ব্যক্তির দায়িত্ব হলো মানুষকে সঠিক জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া।

৫. হাদিসের আলোকে ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি তাঁর বাণী ও কর্মের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

হাদিসে ইলমকে জান্নাতের পথ, নবীদের উত্তরাধিকার এবং মানবকল্যাণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"

(সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪)

এই হাদিস ইসলামে শিক্ষার গুরুত্বকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরেছে।

এখানে জ্ঞান বলতে মূলত সেই জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে যা একজন মুসলমানের জন্য তার দ্বীন সঠিকভাবে পালন করার জন্য প্রয়োজন।

জ্ঞান অর্জনের পথ জান্নাতের পথ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"

(সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে জ্ঞানার্জন নিজেই একটি ইবাদত।

যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কষ্ট স্বীকার করে, আল্লাহ তার জন্য আখিরাতের সফলতা সহজ করে দেন।

দ্বীনের গভীর জ্ঞান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৭১)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত।

আলেমদের মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

"নিশ্চয় আলেমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী।"

(সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৩৬৪১)

নবীগণ কোনো ধন-সম্পদ উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি; বরং তারা জ্ঞান রেখে গেছেন। আলেমরা সেই জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচার করেন।

আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ

"একজন আলেমের মর্যাদা একজন সাধারণ ইবাদতকারীর উপর এমন, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর।"

(জামি' আত-তিরমিজি)

এই হাদিস আলেমদের উচ্চ মর্যাদা ও দায়িত্বের গুরুত্ব তুলে ধরে।

উপকারী জ্ঞানের জন্য দোয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত উপকারী জ্ঞানের জন্য দোয়া করতেন।

তিনি বলতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান প্রার্থনা করছি।"

(সুনান ইবনে মাজাহ)

এ থেকে বোঝা যায় যে শুধু জ্ঞান অর্জনই যথেষ্ট নয়; বরং সেই জ্ঞান উপকারী হওয়া প্রয়োজন।

অপকারী জ্ঞান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

"হে আল্লাহ! আমি এমন জ্ঞান থেকে আপনার আশ্রয় চাই যা কোনো উপকারে আসে না।"

(সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৭২২)

এই হাদিস প্রমাণ করে যে ইসলামে জ্ঞানের মূল্য নির্ধারিত হয় তার উপকারিতার মাধ্যমে।

উপকারী জ্ঞানের অবিরাম সওয়াব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ... أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ

"মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি বিষয় ছাড়া; তার মধ্যে একটি হলো এমন জ্ঞান, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।"

(সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৩১)

এই হাদিস অনুযায়ী উপকারী জ্ঞান সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

যতদিন মানুষ সেই জ্ঞান থেকে উপকৃত হবে, ততদিন তার সওয়াব অব্যাহত থাকবে।

জ্ঞান প্রচারের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৪৬১)

এই হাদিস ইসলামে জ্ঞান প্রচারের গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

একজন মুসলমানের দায়িত্ব শুধু জ্ঞান অর্জন নয়; বরং তা অন্যদের কাছেও পৌঁছে দেওয়া।

৬. ইলমের প্রকারভেদ

ইসলাম জ্ঞানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিলেও সব ধরনের জ্ঞানকে একই স্তরে বিবেচনা করেনি। শরিয়তের দৃষ্টিতে জ্ঞানের প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও উপকারিতার ভিত্তিতে ইলমকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভাজনের মাধ্যমে বোঝা যায় কোন জ্ঞান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য এবং কোন জ্ঞান সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজন।

ফরজে আইন ইলম

ফরজে আইন ইলম হলো সেই জ্ঞান যা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য অর্জন করা আবশ্যক।

এই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত-

- ঈমান ও আকীদা সম্পর্কিত জ্ঞান
- নামাজের বিধান
- রোজার মাসআলা
- যাকাতের বিধান (যার উপর যাকাত ফরজ)
- হজের বিধান (যার উপর হজ ফরজ)
- হালাল ও হারাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"

(সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪)

আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে এই হাদিস মূলত সেই জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করে যা দ্বীন সঠিকভাবে পালনের জন্য অপরিহার্য।

যদি কোনো ব্যক্তি প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান অর্জন না করে, তবে সে অনেক সময় অজ্ঞতার কারণে ভুল আমলে লিপ্ত হতে পারে।

ফরজে কিফায়া ইলম

ফরজে কিফায়া হলো এমন জ্ঞান, যা সমাজের কিছু মানুষ অর্জন করলে সকলের পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি তা অর্জন না করে, তবে পুরো সমাজ গুনাহগার হবে।

এর অন্তর্ভুক্ত-

- চিকিৎসাবিজ্ঞান
- প্রকৌশলবিদ্যা
- বিচারব্যবস্থা
- সামরিক বিজ্ঞান
- কৃষিবিজ্ঞান
- অর্থনীতি
- তথ্যপ্রযুক্তি

উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো সমাজে চিকিৎসক না থাকে, তবে মানুষের জীবন হুমকির মুখে পড়বে। তাই চিকিৎসাবিজ্ঞান অর্জন মুসলিম সমাজের জন্য একটি প্রয়োজনীয় দায়িত্ব।

ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলিমরা এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিল। ফলে তারা চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে বিশ্বনেতৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

উপকারী ও অনুপকারী ইলম

ইসলাম শুধু জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেয়নি; বরং উপকারী জ্ঞান অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান প্রার্থনা করছি।"

(সুনান ইবনে মাজাহ)

উপকারী জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য-

- মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে
- নৈতিকতা শিক্ষা দেয়
- মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয়
- সমাজের উন্নয়ন ঘটায়
- সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে

অন্যদিকে অনুপকারী জ্ঞান-

- অহংকার সৃষ্টি করে
- বিভ্রান্তি ছড়ায়

- অন্যায়ের কাজে ব্যবহৃত হয়
- মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়

তাই একজন মুসলমানের উচিত এমন জ্ঞান অর্জন করা যা তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য কল্যাণকর।

৭. ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য

ইসলামে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য কেবল দুনিয়াবি মর্যাদা, অর্থ-সম্পদ বা খ্যাতি অর্জন নয়। বরং এর মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

বর্তমান যুগে অনেক মানুষ শুধু পেশাগত সাফল্য বা সামাজিক মর্যাদার জন্য শিক্ষা অর্জন করে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানের প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হয় নিয়তের মাধ্যমে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

একজন মুসলমানের প্রতিটি কাজের মতো জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

জ্ঞান অর্জনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত-

- আল্লাহকে চেনা
- তাঁর বিধান জানা
- সঠিকভাবে ইবাদত করা
- মানবকল্যাণে কাজ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জনযোগ্য জ্ঞান দুনিয়াবি স্বার্থের উদ্দেশ্যে অর্জন করে, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।”

(সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৩৬৬৪)

এই হাদিস থেকে নিয়তের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়

জ্ঞান মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না।"

(সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৬)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে সত্যকে জানার জন্য জ্ঞান অপরিহার্য।

মানবকল্যাণ সাধন

ইসলামে জ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির কল্যাণ নিশ্চিত করা।

চিকিৎসক তার জ্ঞান দিয়ে রোগীর সেবা করেন, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেন, বিচারক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন-এসবই জ্ঞানের মাধ্যমে মানবকল্যাণের উদাহরণ।

৮.ইলম ও তাকওয়ার সম্পর্ক

তাকওয়া ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। এর অর্থ হলো আল্লাহভীতি, আল্লাহর আনুগত্য এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা।

প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে যথার্থ ভয় করে।"

(সূরা ফাতির, আয়াত: ২৮)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে জ্ঞান ও তাকওয়ার মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দেয়

একজন ব্যক্তি যখন কুরআন অধ্যয়ন করে, তখন সে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, দয়া এবং প্রজ্ঞা সম্পর্কে জানতে পারে।

ফলে তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয় বৃদ্ধি পায়।

জ্ঞান গুনাহ থেকে বিরত রাখে

যে ব্যক্তি গুনাহের পরিণতি সম্পর্কে জানে, সে গুনাহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে।

অজ্ঞতা অনেক সময় মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে, কিন্তু জ্ঞান তাকে সতর্ক করে।

জ্ঞান বিনয় সৃষ্টি করে

প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে বিনয়ী করে তোলে।

যত বেশি মানুষ জ্ঞান অর্জন করে, তত বেশি সে উপলব্ধি করে যে আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় তার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।

দ্বীনের গভীর জ্ঞান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৭১)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান লাভ করা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

৯. ইলম ও আমলের সম্পর্ক

ইসলামে ইলম ও আমল একে অপরের পরিপূরক। শুধু জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নয়; বরং সেই জ্ঞান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে।

যে জ্ঞান মানুষের চরিত্র, আচরণ ও আমলে প্রতিফলিত হয় না, সেই জ্ঞান তার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না।

আমলবিহীন জ্ঞানের ক্ষতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

"হে আল্লাহ! আমি এমন জ্ঞান থেকে আপনার আশ্রয় চাই যা কোনো উপকারে আসে না।"

(সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৭২২)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে এমন জ্ঞান, যা মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে না, তা প্রকৃত উপকারী জ্ঞান নয়।

কুরআনের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

"জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।"

(সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১৯)

এই আয়াতে প্রথমে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এরপর আমলের বিষয় এসেছে।

এটি প্রমাণ করে যে সঠিক আমলের ভিত্তি হলো সঠিক জ্ঞান।

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি

সাহাবায়ে কেরাম শুধু জ্ঞান অর্জন করতেন না; বরং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতেন। তাদের কাছে জ্ঞানের মূল্য ছিল আমলের মাধ্যমে।

তাই তারা অল্প জ্ঞান অর্জন করলেও তা গভীরভাবে বুঝে বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করতেন।

ইলম ও আমলের সমন্বয়

প্রকৃত সফলতা অর্জিত হয় যখন-

- সঠিক জ্ঞান অর্জন করা হয়
- সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা হয়
- অন্যদের সেই জ্ঞানের দিকে আহ্বান করা হয়

এই তিনটি বিষয় একত্রিত হলে একজন মুসলমান দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারে।

১০. উপকারী ও অনুপকারী ইলম

ইসলামে জ্ঞানের মূল্যায়ন করা হয় তার উপকারিতা ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে। সব জ্ঞান সমান নয়। কিছু জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে, সমাজের উন্নয়ন ঘটায় এবং মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয়। আবার কিছু জ্ঞান মানুষকে বিভ্রান্ত করে, অহংকারে নিমজ্জিত করে অথবা ক্ষতির কারণ হয়।

এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্যই দোয়া করেননি; বরং বিশেষভাবে **উপকারী জ্ঞানের** জন্য দোয়া করেছেন।

তিনি বলতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান প্রার্থনা করছি।"

(সুনান ইবনে মাজাহ)

উপকারী জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

উপকারী জ্ঞান হলো সেই জ্ঞান-

- যা মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দেয়
- ঈমানকে শক্তিশালী করে

- নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে
- সমাজের কল্যাণ সাধন করে
- মানবজাতির উপকারে আসে
- দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথ দেখায়

উদাহরণস্বরূপ-

- কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান
- ফিকহ ও আকীদার জ্ঞান
- চিকিৎসাবিজ্ঞান
- কৃষিবিজ্ঞান
- প্রকৌশলবিদ্যা
- তথ্যপ্রযুক্তি
- পরিবেশ বিজ্ঞান

যখন এসব জ্ঞান মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয়, তখন তা ইবাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারে।

অনুপকারী জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

অনুপকারী জ্ঞান হলো সেই জ্ঞান-

- যা মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়
- গুনাহের কাজে ব্যবহৃত হয়
- সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে
- বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার ছড়ায়
- অহংকার ও আত্মগর্ব বৃদ্ধি করে

এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপকারী জ্ঞান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

তিনি বলতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

"হে আল্লাহ! আমি এমন জ্ঞান থেকে আপনার আশ্রয় চাই যা কোনো উপকারে আসে না।"

(সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৭২২)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে ইসলামে জ্ঞানের প্রকৃত মূল্য নির্ভর করে তার উপকারিতার উপর।

উপকারী জ্ঞানের স্থায়ী সওয়াব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ... أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ

"মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি বিষয় ছাড়া; তার মধ্যে একটি হলো এমন জ্ঞান, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।"

(সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৩১)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে উপকারী জ্ঞান মানুষের মৃত্যুর পরও তার জন্য সওয়াবের উৎস হতে পারে।

১১. আলেমদের মর্যাদা ও দায়িত্ব

ইসলামে আলেমদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। কারণ তারা কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান সংরক্ষণ করেন, মানুষকে সত্যের পথ দেখান এবং সমাজকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেন।

আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

"নিশ্চয় আলেমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী।"

(সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৩৬৪১)

নবীগণ কোনো ধন-সম্পদ উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি; বরং তারা জ্ঞান রেখে গেছেন। আলেমগণ সেই জ্ঞানের ধারক ও বাহক।

আলেমদের বিশেষ মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ

"একজন আলেমের মর্যাদা একজন সাধারণ ইবাদতকারীর উপর এমন, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর।"

(জামি' আত-তিরমিজি)

আরেক হাদিসে এসেছে-

فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ

"ইলমের মর্যাদা নফল ইবাদতের মর্যাদার চেয়েও উত্তম।"

(জামি' আত-তিরমিজি)

এই হাদিসগুলো জ্ঞান ও জ্ঞানীদের উচ্চ মর্যাদা নির্দেশ করে।

আলেমদের দায়িত্ব

আলেমদের দায়িত্ব শুধু জ্ঞান অর্জন করা নয়; বরং তা সঠিকভাবে প্রচার করা।

তাদের দায়িত্ব-

- কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা
- সমাজকে কুসংস্কার থেকে রক্ষা করা
- সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেওয়া
- তরুণ সমাজকে সঠিক পথ দেখানো
- ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করা

একজন প্রকৃত আলেমের মধ্যে থাকতে হবে-

- তাকওয়া
- বিনয়
- সততা
- ন্যায়পরায়ণতা
- আমানতদারিতা

আলেম ও সমাজ সংস্কার

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের উত্তরসূরি আলেমগণ সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তারা-

- শিরক ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন
- নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছেন
- জ্ঞানচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন

তাই একটি সুস্থ ও আদর্শ সমাজ গঠনে আলেমদের ভূমিকা অপরিসীম।

১২. জ্ঞান গোপনের ভয়াবহতা

জ্ঞান একটি আমানত। ইসলামে উপকারী জ্ঞান গোপন করাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি সত্য জানে কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ, ভয় অথবা অন্য কোনো কারণে তা গোপন করে, সে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির সম্মুখীন হবে।

কুরআনের সতর্কবাণী

আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ

"নিশ্চয় যারা আমার নাযিলকৃত স্পষ্ট নিদর্শন ও হিদায়াত গোপন করে..."

(সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫৯)

এই আয়াতে জ্ঞান গোপনকারীদের কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

হাদিসের সতর্কবাণী

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

"যে ব্যক্তি উপকারী জ্ঞান গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।"

(সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৩৬৫৮)

এই হাদিস জ্ঞান গোপনের ভয়াবহ পরিণতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

জ্ঞান গোপনের ক্ষতিকর প্রভাব

জ্ঞান গোপনের ফলে-

- সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়
- মানুষ সত্য থেকে দূরে সরে যায়
- কুসংস্কার বৃদ্ধি পায়
- অন্যায় ও জুলুম ছড়িয়ে পড়ে
- দ্বীনি অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করে

এ কারণে ইসলামে জ্ঞান প্রচারকে একটি মহান দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

১৩. জ্ঞান প্রচারের গুরুত্ব

ইসলামে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞান প্রচারের মাধ্যমে একজন মানুষ সমাজের উন্নয়ন, নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা এবং হিদায়াতের প্রসারে ভূমিকা রাখতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৪৬১)

এই হাদিসের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমানকে জ্ঞান প্রচারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

জ্ঞান প্রচার সদকায়ে জারিয়া

জ্ঞান প্রচারের মাধ্যমে মানুষ দীর্ঘমেয়াদি সওয়াব অর্জন করতে পারে।

যখন কোনো ব্যক্তি-

- কাউকে কুরআন শিক্ষা দেয়
- একটি বই রচনা করে
- কোনো উপকারী গবেষণা প্রকাশ করে
- মানুষকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান শেখায়

তখন সেই জ্ঞানের সুফল যতদিন চলতে থাকে, ততদিন তার সওয়াবও অব্যাহত থাকে।

আধুনিক যুগে জ্ঞান প্রচারের মাধ্যম

বর্তমান যুগে জ্ঞান প্রচারের অনেক নতুন মাধ্যম সৃষ্টি হয়েছে।

যেমন-

- মসজিদ ও মাদরাসা
- বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়
- বই ও গবেষণাপত্র
- অনলাইন শিক্ষা
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম
- ইসলামিক ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপ

তবে জ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই সহিহ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যবহার করতে হবে।

জ্ঞান প্রচারে সতর্কতা

জ্ঞান প্রচারের সময়-

- সহিহ তথ্য যাচাই করতে হবে
- কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে
- জ্ঞান ছাড়া কথা বলা যাবে না
- ব্যক্তিগত মতামতকে দ্বীন হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না।"

(সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৬)

এই আয়াত জ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা দেয়।

১৪. নারী শিক্ষার গুরুত্ব ইসলামে

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই মানবজাতির মর্যাদাপূর্ণ সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো মৌলিক বৈষম্য করেনি। বরং উভয়কেই জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ প্রদান করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"

(সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪)

হাদিসের "প্রত্যেক মুসলিম" শব্দের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে নারী শিক্ষা

ইসলামের ইতিহাসে বহু নারী জ্ঞানচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)।

তিনি ছিলেন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা আলেমা ও মুহাদ্দিসা। বহু সাহাবি তাঁর কাছ থেকে হাদিস, ফিকহ ও দ্বীনি মাসআলা শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা দুই হাজারেরও বেশি।

এছাড়াও ইসলামের ইতিহাসে বহু নারী-

- হাদিস শিক্ষা দিয়েছেন
- ফিকহে অবদান রেখেছেন
- জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছেন

নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

একজন শিক্ষিত নারী শুধু নিজেকে নয়, পুরো পরিবারকে শিক্ষিত করতে পারেন।

নারী শিক্ষার গুরুত্ব-

- সন্তানদের সঠিকভাবে গড়ে তোলা
- পারিবারিক পরিবেশ উন্নত করা
- নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা
- অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করা
- সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখা

একজন মায়ের শিক্ষার প্রভাব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর গভীরভাবে পড়ে। তাই ইসলাম নারী শিক্ষাকে সমাজ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে।

নারী শিক্ষার নীতিমালা

ইসলাম নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করলেও তা শালীনতা, নিরাপত্তা ও ইসলামী আদর্শের আলোকে হওয়া উচিত।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে-

- ইসলামী মূল্যবোধ বজায় রাখতে হবে
- নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে
- দ্বীনি ও দুনিয়াবি শিক্ষার সমন্বয় করতে হবে

১৫. শিশু শিক্ষায় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

শিশুরা একটি জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের নেতৃত্ব দেবে। তাই ইসলাম শিশুদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৮৯৩)

এই হাদিসের আলোকে পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব হলো সন্তানদের সঠিক শিক্ষা প্রদান করা।

শিশুশিক্ষার মূল ভিত্তি

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর শিক্ষা কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত-

- ঈমান শিক্ষা
- কুরআন শিক্ষা
- নামাজ শিক্ষা
- আদব ও আখলাক
- সত্যবাদিতা
- দায়িত্ববোধ

চরিত্র গঠনের গুরুত্ব

ইসলাম শুধু বইভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয় না; বরং চরিত্র গঠনকেও সমান গুরুত্ব দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।"

(সহিহ বুখারি)

অতএব, শিশুকে শুধু শিক্ষিত নয়; বরং সৎ, বিনয়ী ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাও ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

পরিবার ও শিক্ষকের ভূমিকা

শিশুর শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে পরিবার এবং শিক্ষক উভয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়, আর শিক্ষক তার জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করেন।

যখন পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একসাথে কাজ করে, তখন একটি আদর্শ প্রজন্ম গড়ে ওঠে।

১৬. ইসলামের স্বর্ণযুগ ও জ্ঞানচর্চা

ইসলামের ইতিহাসে এমন একটি সময় ছিল যখন মুসলমানরা জ্ঞান, গবেষণা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছিল। ইতিহাসে এই সময়কে **ইসলামের স্বর্ণযুগ** বলা হয়।

এই যুগে মুসলমানরা কুরআনের জ্ঞানচর্চার নির্দেশনাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

"নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯০)

এই আয়াতের আলোকে মুসলিম পণ্ডিতরা প্রকৃতি ও মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন।

বায়তুল হিকমাহ

বায়তুল হিকমাহ ছিল ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানকেন্দ্র।

এখানে-

- গবেষণা পরিচালিত হতো
- বিভিন্ন ভাষার বই অনুবাদ করা হতো
- গণিত, চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করা হতো

এটি ছিল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

স্বর্ণযুগের বৈশিষ্ট্য

এই সময়ে মুসলমানরা-

- গবেষণাকে উৎসাহিত করতেন
- নতুন নতুন আবিষ্কার করতেন
- বিভিন্ন সভ্যতার জ্ঞান সংরক্ষণ করতেন
- মানবকল্যাণে বিজ্ঞান ব্যবহার করতেন

ফলে মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।

১৭. মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

ইসলামের ইতিহাসে বহু মুসলিম বিজ্ঞানী মানবসভ্যতার উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁদের গবেষণা আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

ইবনে সিনা

ইবনে সিনা চিকিৎসাবিজ্ঞানে অসাধারণ অবদান রাখেন।

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ-

আল-কানুন ফিত তিব্ব

বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপের মেডিকেল শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

তিনি-

- রোগ নির্ণয়
- চিকিৎসা পদ্ধতি
- মানবদেহের গঠন

সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন।

আল-খাওয়ারিজমি

আল-খাওয়ারিজমিকে বীজগণিতের জনক বলা হয়।

তাঁর গবেষণা থেকে আধুনিক Algebra এবং Algorithm ধারণার বিকাশ ঘটে।

বর্তমান কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইবনে হাইসাম

তিনি আলোকবিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন।

তাঁর গবেষণা-

- আলো
- দৃষ্টিশক্তি
- লেন্স
- প্রতিফলন

সম্পর্কিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করে।

আল-বিরুনি

আল-বিরুনি ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ও পরিধি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অসাধারণ গবেষণা পরিচালনা করেন।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের শিক্ষা

মুসলিম বিজ্ঞানীদের জীবন থেকে আমরা শিখি-

- জ্ঞান অর্জন ইবাদত হতে পারে
- গবেষণা ইসলামের অংশ
- বিজ্ঞান ও দ্বীনের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই
- মানবকল্যাণে জ্ঞান ব্যবহার করা উচিত

১৮. সমাজ সংস্কারে ইলমের ভূমিকা

ইলম একটি সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করে।

যেখানে জ্ঞান থাকে, সেখানে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়; আর যেখানে অজ্ঞতা থাকে, সেখানে কুসংস্কার, অন্যায় ও বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পায়।

সমাজে জ্ঞানের ইতিবাচক প্রভাব

একটি শিক্ষিত সমাজে-

- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়
- অপরাধ কমে যায়
- সচেতনতা বৃদ্ধি পায়
- মানবাধিকার রক্ষা হয়
- কুসংস্কার দূর হয়

ইসলাম এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় যা জ্ঞান, নৈতিকতা এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

অজ্ঞতার ক্ষতিকর প্রভাব

অজ্ঞতার ফলে-

- ধর্মীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়
- সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়

- মানুষ প্রতারণার শিকার হয়
- অন্যায় ও জুলুম বৃদ্ধি পায়

এ কারণে ইসলাম জ্ঞানকে সমাজ সংস্কারের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে।

জ্ঞান ও নেতৃত্ব

একজন জ্ঞানী নেতা সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

ইতিহাসে দেখা যায় যে মুসলিম সমাজের উন্নতির পেছনে জ্ঞানী আলেম, চিন্তাবিদ ও গবেষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১৯. বর্তমান যুগে ইলমের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগকে তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ বলা হয়। মানুষ এখন মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের যেকোনো তথ্য জানতে পারে।

কিন্তু তথ্যের সহজলভ্যতা সবসময় প্রকৃত জ্ঞানের নিশ্চয়তা দেয় না।

তথ্য ও জ্ঞানের পার্থক্য

তথ্য (Information) এবং জ্ঞান (Knowledge) এক নয়।

তথ্য হলো কোনো বিষয় সম্পর্কে উপাত্ত, আর জ্ঞান হলো সেই তথ্যকে সঠিকভাবে বুঝে ব্যবহার করার ক্ষমতা।

আজ অনেক তথ্য পাওয়া গেলেও প্রকৃত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ

বর্তমান সময়ে-

- ভুয়া সংবাদ ছড়াচ্ছে
- ধর্মীয় অপব্যাখ্যা বাড়ছে
- নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে
- তরুণ সমাজ বিভ্রান্ত হচ্ছে

এই পরিস্থিতিতে সহিহ কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত জরুরি।

আধুনিক জ্ঞান ও ইসলামী জ্ঞানের সমন্বয়

একজন মুসলমানের উচিত-

- দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা
- আধুনিক বিজ্ঞান শেখা
- প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষ হওয়া
- গবেষণা ও উদ্ভাবনে অংশগ্রহণ করা

কারণ ইসলাম দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই সফলতার শিক্ষা দেয়।

জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া

শিক্ষার্থীর উচিত নিয়মিত এই দোয়া পাঠ করা-

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন, আমাকে উপকারী জ্ঞান দান করুন এবং আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।"

(জামি' আত-তিরমিজি)

এই দোয়া একজন মুসলমানকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে।

২০. আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও ইসলামী শিক্ষা

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষাব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির ফলে শিক্ষার নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ফলে মানুষ উচ্চশিক্ষিত হলেও নৈতিকতা, মানবিকতা ও আল্লাহভীতির ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ে।

ইসলামী শিক্ষা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যা মানুষের জ্ঞান, চরিত্র, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার সমন্বিত উন্নয়ন ঘটায়।

ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

- আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা
- সৎ চরিত্র গঠন করা
- মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেওয়া
- দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করা

ইসলামের লক্ষ্য শুধু দক্ষ মানুষ তৈরি করা নয়; বরং সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহভীরু মানুষ তৈরি করা।

আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়

বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য দ্বীনি ও দুনিয়াবি শিক্ষার সমন্বয় প্রয়োজন।

একজন আদর্শ মুসলমানের উচিত-

- কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করা
- আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান রাখা
- প্রযুক্তি ও গবেষণায় দক্ষ হওয়া
- মানবকল্যাণে তার জ্ঞান ব্যবহার করা

ইসলামের স্বর্ণযুগে এই সমন্বয়ের কারণেই মুসলিমরা বিশ্বসভ্যতায় নেতৃত্ব দিয়েছিল।

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।"

(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫০২৭)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে কুরআন শিক্ষা ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।

২১. ইলম অর্জনের আদব ও শিষ্টাচার

ইসলামে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি জ্ঞান অর্জনের আদব বা শিষ্টাচারের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আদব ছাড়া জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে না।

প্রাচীন আলেমগণ বলেছেন-

"আমরা জ্ঞান অর্জনের আগে আদব শিক্ষা করতাম।"

নিয়ত বিশুদ্ধ করা

ইলম অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

কোনো মুসলমানের উচিত নয়-

- খ্যাতি অর্জনের জন্য
- বিতর্কে জয়ী হওয়ার জন্য

- মানুষের প্রশংসা লাভের জন্য

জ্ঞান অর্জন করা।

বরং তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবকল্যাণ।

শিক্ষকের সম্মান করা

শিক্ষকের সম্মান ইসলামী শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ইসলামের ইতিহাসে ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।

শিক্ষকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কিছু দিক-

- মনোযোগ দিয়ে পাঠ শোনা
- ভদ্রভাবে প্রশ্ন করা
- শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা
- তাঁর জন্য দোয়া করা

ধৈর্য ও অধ্যবসায়

জ্ঞান অর্জন দীর্ঘমেয়াদি একটি প্রক্রিয়া।

কোনো ব্যক্তি একদিনে আলেম বা গবেষক হতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন-

- ধৈর্য
- পরিশ্রম
- নিয়মিত অধ্যয়ন
- সময়ের সঠিক ব্যবহার

জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা

ইসলামে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য শুধু জানার জন্য নয়; বরং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার জন্য।

যে জ্ঞান মানুষের আমলে প্রতিফলিত হয় না, তা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান নয়।

বিনয়ী হওয়া

জ্ঞান মানুষকে বিনয়ী করবে, অহংকারী নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

"পৃথিবীতে অহংকারভরে চলাফেরা করো না।"

(সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৭)

প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি সবসময় বিনয়ী ও নম্র হন।

২২. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মর্যাদা

ইসলামে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি মানুষের শিক্ষা, চরিত্র গঠন এবং সমাজ সংস্কারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

শিক্ষকের মর্যাদা

একজন শিক্ষক-

- জাতি গঠনের কারিগর
- সমাজের পথপ্রদর্শক
- নৈতিকতার শিক্ষক
- জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যম

শিক্ষক ছাড়া কোনো সভ্যতা উন্নতি করতে পারে না।

শিক্ষার্থীর দায়িত্ব

একজন শিক্ষার্থীর দায়িত্ব-

- জ্ঞানের প্রতি আন্তরিক হওয়া
- শিক্ষকের সম্মান করা
- সময়ের মূল্য দেওয়া
- নিয়মিত অধ্যয়ন করা
- জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই সম্পর্ক যত দৃঢ় হবে, শিক্ষার মানও তত উন্নত হবে।

২৩. ইলম অর্জনে প্রতিবন্ধকতা

জ্ঞান অর্জনের পথে কিছু বিষয় বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর না করলে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন কঠিন হয়ে পড়ে।

অলসতা

অলসতা জ্ঞান অর্জনের অন্যতম বড় শত্রু।

অলস ব্যক্তি-

- সময় নষ্ট করে
- অধ্যয়নে মনোযোগ দেয় না
- নিজের যোগ্যতা বিকাশ করতে পারে না

অহংকার

অহংকার মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে।

অনেক সময় মানুষ মনে করে সে সব জানে, ফলে নতুন কিছু শেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি সবসময় শেখার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

খারাপ সঙ্গ

মানুষ তার সঙ্গীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

খারাপ সঙ্গ-

- সময় নষ্ট করে
- নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়
- জ্ঞানচর্চার আগ্রহ কমিয়ে দেয়

তাই জ্ঞানী ও সৎ মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করা উচিত।

সময়ের অপচয়

সময় মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

যে ব্যক্তি সময়ের মূল্য বোঝে না, সে জ্ঞান অর্জনে সফল হতে পারে না।

গুনাহে লিপ্ত হওয়া

গুনাহ মানুষের অন্তরকে অন্ধকার করে দেয়।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন-

“গুনাহ জ্ঞানের আলোকে নিভিয়ে দেয়।”

তাই ইলম অর্জনের জন্য আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য।

২৪. ইলমের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো আত্মশুদ্ধি।

প্রকৃত জ্ঞান মানুষের অন্তর, চিন্তা ও চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে।

আত্মপরিচয় অর্জন

জ্ঞান মানুষকে নিজের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করে।

ফলে সে আত্মসংশোধনের চেষ্টা করে।

গুনাহ থেকে বিরত থাকা

যে ব্যক্তি গুনাহের পরিণতি সম্পর্কে জানে, সে গুনাহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে।

জ্ঞান মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে।

সুন্দর চরিত্র গঠন

জ্ঞান মানুষকে-

- সত্যবাদী
- আমানতদার
- দয়ালু
- ন্যায়পরায়ণ

হতে সাহায্য করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।”

(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৫৫৯)

আল্লাহর নৈকট্য অর্জন

প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে।

সে যত বেশি আল্লাহকে চিনতে পারে, তত বেশি তাঁর আনুগত্য করতে আগ্রহী হয়।

২৫. ইলম: ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়নের ভিত্তি

ইলম শুধু একজন ব্যক্তির জীবনকে নয়, বরং একটি জাতি ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে।

যে জাতি জ্ঞানকে গুরুত্ব দেয়, সে জাতি উন্নতি লাভ করে। আর যে জাতি জ্ঞানচর্চা থেকে দূরে সরে যায়, সে জাতি পিছিয়ে পড়ে।

ব্যক্তিগত জীবনে ইলমের প্রভাব

ইলম-

- সঠিক চিন্তাশক্তি গড়ে তোলে
- আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে
- নৈতিকতা উন্নত করে
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

সামাজিক জীবনে ইলমের প্রভাব

জ্ঞানভিত্তিক সমাজে-

- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়
- দুর্নীতি কমে যায়
- কুসংস্কার দূর হয়
- শান্তি ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়

সভ্যতার উন্নয়নে ইলম

ইতিহাসে সকল উন্নত সভ্যতার পেছনে জ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগও এর উজ্জ্বল প্রমাণ।

ভবিষ্যৎ মুসলিম সমাজের করণীয়

মুসলিম সমাজকে আবার জ্ঞানচর্চার দিকে ফিরে যেতে হবে।

তাদের উচিত-

- কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করা
- গবেষণায় অংশগ্রহণ করা
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ হওয়া
- নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া
- জ্ঞানকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা

২৬. উপসংহার

ইলম ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এবং মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। কুরআন ও হাদিসে জ্ঞান অর্জনের প্রতি বারবার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ইসলামের সূচনা হয়েছে "ইকরা" বা "পড়ো" নির্দেশনার মাধ্যমে, যা প্রমাণ করে যে জ্ঞানচর্চা ইসলামের মৌলিক ভিত্তিগুলোর একটি।

এই গবেষণাপত্রে আমরা দেখেছি যে-

- জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব।
- জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দেয়।
- প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে তাকওয়া ও নৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে।
- জ্ঞান ও আমল একে অপরের পরিপূরক।
- আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।
- উপকারী জ্ঞান মৃত্যুর পরও মানুষের জন্য সওয়াবের উৎস হতে পারে।
- ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছে।
- ইসলামের স্বর্ণযুগ জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- বর্তমান যুগে মুসলিমদের জন্য দ্বীনি ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয় অপরিহার্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের মর্যাদা বহুস্তরে উন্নীত করবেন।"

(সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ১১)

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হলো-

- সহিহ ইলম অর্জন করা
- সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা
- অন্যদের কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া
- জ্ঞানকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি-

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন, আমাকে উপকারী জ্ঞান দান করুন এবং আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।"

(জামি' আত-তিরমিজি)

আমিন।

তথ্যসূত্র :

- কুরআনুল কারীম
- আল-কুরআন
- হাদিস গ্রন্থ
- সহীহ আল-বুখারী
- সহীহ মুসলিম
- সুনান আবু দাউদ
- জামে' আত-তিরমিযী
- সুনান ইবনে মাজাহ
- তাফসীর গ্রন্থ
- তাফসীর ইবনে কাসীর
- তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন
- ইসলামী বই
- রিয়াদুস সালিহীন
- তালিমুল মুতা'আল্লিম
- ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন
- বাংলা ও একাডেমিক উৎস
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত ইসলামি বিশ্বকোষ।
- বিভিন্ন স্বীকৃত ইসলামী গবেষণা প্রবন্ধ ও জার্নাল।
- দাওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক।